যুগান্তর

তারিখ 04 MAY 2008
পৃষ্ঠা 2 ৫

এক বছর বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না ৪৮টি মাদ্রাসার ৫শ' শিক্ষক

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ৪৮টি দাখিল মাদ্রাসার ৫শ' শিক্ষকের বেতন-ভাতা প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে ওই শিক্ষকরা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার খাড়মোড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার একজন শিক্ষক যুগান্তরকে জানিয়েছেন, এক বছর ধরে বেতন-ভাতাদি না পেয়ে তার মাদ্রাসার ১০ জন শিক্ষক ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী-পরিজন নিয়ে না খেয়ে, কখনোবা এক বেলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। প্রায় একই অবস্থা বেতন-ভাতা না পাওয়া অন্য শিক্ষকদেরও। সংশ্লিষ্টরা জানান, পরপর দু'বছর কোন মাদ্রাসা থেকে একজন ছাত্রও যদি দাখিল পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে না পারে, তবে সেসব মাদ্রাসার বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়ার সরকারি বিধান রয়েছে। কিন্তু এক বছর ফলাফল খারাপ হওয়ায় এসব মাদ্রাসার বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিগত পরীক্ষায় এসব মাদ্রাসা থেকে একজন ছাত্রও পাস করতে পারেনি। যেসব মাদ্রাসার বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার খাড়মোড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রসা, আবু বকর সিদ্দিক দাখিল মাদ্রসা, রামপাল-বাগেরহাট, উত্তর কাঞ্জেলকাঠি দাখিল মাদ্রসা বাকেরগঞ্জ-বরিশাল, আমিনাবাদ ইসলামী দাখিল মাদ্রাসা, চরফ্যাশন-ভোলা, মিথাব আমানুল্লহ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, কাপাসিয়া-গাজীপুর, আরজী গঙ্গরামপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, পীরগঞ্জ-রংপুর, পূর্ব আন্দুয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, মির্জাগঞ্জ-পটুয়াখালী, ফরিদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, রায়গঞ্জ-সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি।

সূত্র জানায়, অনেক মাদ্রাসা আছে যাদের অতীতের ফলাফল অনেক ভালো ছিল, অথচ আকস্মিকভাবে এক বছর মাত্র খারাপ করায় তাদের বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়। অনেক মাদ্রাসা ১৯৮৫ সাল থেকে এমপিওভুক্ত হয়ে নিয়মিত বেতন-ভাতা পেয়ে আসছিল। ফলাফল খারাপ হওয়ায় হঠাৎ করেই তাদের বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষকরা বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করেও কোন প্রতিকার পাননি। তাদের কথা এত বছর চাকরি করার পর এখন তারা কোথায় যাবেন? অন্য পেশা অবলম্বন করাও তাদের জন্য কঠিন হবে। বর্তমানে বিনা বেতনে তারা মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন।